দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03.DEC.1995
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এই সন্ত্রাস রুখতে হবে

আবার ঘটল সেই একই ঘটনা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আবার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে সকল পরীক্ষা। এবার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকবে পুরো এক মাস এবং পরীক্ষা স্থগিত পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত। এই নিয়ে গত এগারো মাসে তিন দফায় সাড়ে ছয় মাসের বেশি সময় বন্ধ রাখতে হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম দফায় ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ মে এবং দ্বিতীয় দফায় ২২ জুলাই থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর। আর এখন ২ ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। এর কারণ কি? কারণ সেই পুরনো এবং একটিই, সন্ত্রাস-সংঘর্ষ। ইসলামী ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাস; প্রথমে হলের সিট এবং পরে পুরো হল দখল নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিবিরের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, বন্দুকযুদ্ধ এবং রক্তপাতের কারণে আগের দু'দফায় যেমন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে হয়েছিল, তেমনি এবার বন্ধ ঘোষণার পিছনে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও নতুন দু'টি কারণ। শিবিরের সন্ত্রাস এবার সীমিত থাকেনি কেবল ছাত্রদল বা অন্য ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর, এবার তারা সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে পরীক্ষা হলে এবং পরীক্ষা হলেই শিক্ষককে প্রহার করেছে এবং লাঞ্ছিত করেছে শারীরিকভাবে। আর এর প্রতিবাদে ছাত্রদল ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্র জোট বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট করেছে এবং দাবি করেছে ক্যাম্পাস থেকে শিবিরের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার এবং উপাচার্যের অপসারণ। আর একই দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা করেছে মিছিল-সমাবেশ; ফলে সৃষ্টি হয়েছে লাগাতার প্রাশাসনিক অচলাবস্থার।

আসলে কি হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে? সেখানে প্রায় পুরো বছর ধরেই চলেছে এক গভীর সঙ্কট। এ সঙ্কট শিক্ষার, এ সঙ্কট শিক্ষার সুস্থ পরিবেশের। সন্ত্রাস-সংঘর্ষ-বন্দুকযুদ্ধ-রক্তপাত সেখানে গোটা বছর ধরেই যেন ছিল এক অতিসাধারণ ও নিয়মিত ব্যাপার। আর এর ফলে সাধারণ ও নিরীহ ছাত্রদের উদ্বেগ-আতঙ্কের সীমা ছিল না। উদ্বেগের সীমা ছিল না তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের যেমন নেই এখনও এই সংঘর্ষ আর হানাহানিতে কার ছেলে যে কবে লাশ হয়ে ঘরে ফিরবে, তা কেউ জানে না। উদ্বিগ্ন ছিল তাই দেশের সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষও। তাদের সকলের মনে একই প্রশ্ন— আর কতদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের এই তাণ্ডব চলবে? আর কতদিন সেখানে তারা ত্রাসের রাজত্ব চালাবে? সেখানে কি কোনদিনই সন্ত্রাস-সংঘর্ষ বন্ধ হবে না? ফিরে কি আসবে না শিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশ? এখন আর শুধু রাজশাহী নয়, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ক্রমশ বেড়ে চলেছে স্বাধীনতাবিরোধী এই মৌলবাদী সংগঠনের অশুভ তৎপরতা। তাদের কালো থাবা বিস্তৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল এবং ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ বহু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ইতোমধ্যেই এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটিয়েছে। আর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চালিয়েছে আরেক তাণ্ডবলীলা। রাজশাহীর মতো এখানেও সেই সিট দখল। গোটা হল দখলের জন্য সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে, রাস্তা অবরোধ করেছে এমনকি লংমার্চের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি পর্যন্ত নিয়েছিল। কিন্তু তাদের সে পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছে ছাত্র ঐক্যের জাগ্রত ছাত্রসমাজ। তারা শিবিরের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল বলেই তাদের লংমার্চের পরিকল্পনা অঙ্কুরেই ব্যর্থ হয়েছে।

কি শিক্ষাঙ্গন কি সমাজের সর্বস্তরে— সর্বত্রই আজ শিবিরসহ সকল সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। কারণ সন্ত্রাসের রাহুগ্রাসে সমাজ আজ এত ক্ষতবিক্ষত, সমাজে আজ এত অশান্তি-বিশৃঙ্খলা, সংঘাত-সংঘর্ষ, রক্তপাত এবং মানুষের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে। সন্ত্রাসীদের অশুভ ও ঘৃণ্য তৎপরতার জন্যই আজ একেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একেক সময়ে পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। আর শিক্ষার পরিবেশ হয় বিঘ্নিত, বিপর্যস্ত। যে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করা উচিত শান্তিময়, সুস্থ, স্থিতিশীল, জ্ঞানার্জনের উপযোগী পরিবেশ, সেই শিক্ষাঙ্গনেই প্রায়শ চলে সংঘর্ষ-বন্দুকযুদ্ধ। এর ফলে কি যে অবস্থা হয়, তার প্রমাণ রাজশাহী কিংবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে— শিক্ষাঙ্গনে কি অনন্তকাল ধরেই এই সন্ত্রাসী তৎপরতা চলতে থাকবে? এর কি শেষ নেই, সমাপ্তি নেই? আমরা মনে করি, এর অবসান নিশ্চয় আছে। শিক্ষাঙ্গনে শিবির কিংবা যে কোন সন্ত্রাসীর সন্ত্রাস বন্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উপায় অবশ্যই আছে। এর জন্য শুধু প্রয়োজন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিবিদ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সর্বস্তরের মানুষের ঐক্য, আর প্রয়োজন শুধু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কঠোর সিদ্ধান্ত এবং সে সিদ্ধান্তের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।